Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
UGC Approved, Journal No: 48666
Volume-VII, Issue-III, January 2019, Page No. 58-62
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

সৃষ্টির রহস্য : বিজ্ঞান, দর্শন ও স্টিফেন হকিং

ড° সব্যসাচী রায়
সহযোগী অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, করিমগঞ্জ মহাবিদ্যালয়, করিমগঞ্জ, আসাম

Abstract

Stephen Hawking has been the greatest inquisitive mind, the brightest star in the sky of the philosophical arena where scientists strive to find the root of the existence of our Universe and its origin. At the wake of the demise of the great physicist, the present article outlines the work of Hawking - his attempts to grasp the universality of time and the mystery of the Big Bang, his attempts towards the grand unification, the search for truth, both subjective and objective. The article attempts to review the ground of his statement 'philosophy is dead' over and above the common notion that scientific temperament emanates from philosophical foundation.

অনুসন্ধিৎসু মনশ্চক্ষু নিয়ে অজানাকে বুঝার, অনধিগম্যে পৌঁছুনোর উদগ্র তাড়নায় যারা কল্পনার জাল বুনতে পারেন তারাই প্রকৃতির লুকনো রহস্য উদ্‌ঘাটন করে মানবজাতিকে প্রকৃতির আরোও কাছে নিয়ে যেতে পারেন। স্টিফেন হকিং এমনই এক প্রবাদপুরুষ। প্রকৃতিকে খুব কাছে থেকে অনুভব করার বিশেষ ইন্দ্রিয়ের অধিকারি ছিলেন তিনি। সত্য অনুসন্ধানে, সত্য উদ্‌ঘাটনে প্রমাণ-সাপেক্ষ পথের পাশাপাশি বিজ্ঞান যে দার্শনিক ব্যাখ্যার মাধ্যমেও এগিয়ে চলে- হকিং তার জীবন ও কর্মের মাধ্যমে সেটি প্রমাণ করে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে আইনস্টাইনের পরে হকিং-ই একমাত্র বিজ্ঞানী যার চিন্তার ব্যপ্তি ও ব্যাপকতা তাঁকে বিশ্বের সর্বকালের অন্যতম সর্বজনশ্রদ্ধেয় তাত্ত্বিক-বিজ্ঞানী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

তবে হকিং আর পাঁচজন বিজ্ঞানীর মত ছিলেন না। একুশ বছর বয়সে মটর নিউরন রোগে আক্রান্ত হয়ে যার শরীর অসাড় হয়ে পড়ে, বাকশক্তি লোপ পায়, চলাফেরা হুইলচেয়ারে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়- সেই ব্যক্তি অদম্য ইচ্ছাশক্তির জোরে ছিয়াত্তর বছর বয়স পর্যন্ত, দীর্ঘ অর্ধ-শতকেরও বেশি সময় ধরে, বিজ্ঞান সাধনায় নিয়োজিত থেকেছেন, সৃষ্টিতত্ত্বের গুঢ় রহস্যের চাদর অনাবৃত করার চেষ্টা করে গেছেন।

আসলে বিজ্ঞানচর্চার মূল শক্তি হচ্ছে দর্শন। আর, দর্শনের-মতবাদ গড়ার শক্তি যোগায় কল্পনা। সত্য সন্দর্শনের পথে এই বিজ্ঞান-দর্শন-কল্পনার যথার্থ যোগসূত্র আমরা দেখতে পাই স্টিফেন হকিং-এর সৃষ্টিকর্মে। প্রকৃতির শৃঙ্খলা ও ছন্দের মধ্যে সুপ্ত থাকা ব্রহ্মাণ্ডের পরম সত্য অন্বেষণের পথে বিচরণে হকিং কোয়ান্টাম তত্ত্বের অপরিসীম গুরুত্বের কথা অনুধাবন করেছিলেন, যে কোয়ান্টাম তত্ত্ব আইনস্টাইনকে সদাই খুব বিচলিত করত। বিন্দু থেকে সিন্ধু, ক্ষুদ্রতম কোয়ার্ক-কণা থেকে অসীম মহাকাশ সকল সৃষ্টির রহস্যের

মূল যে এক সেটি বার বার বলার চেষ্টা করেছেন হকিং। বিভিন্ন মহাজাগতিক ঘটনার হকিং-এর গাণিতিক বিশ্লেষণ থেকেও বেশি গুরুত্ব পেয়েছে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি। বিজ্ঞান যে বিবর্তনে বিশ্বাস করে আর এই বিবর্তনের মূলসূত্র যে হচ্ছে প্রাথমিক দার্শনিক ব্যাখ্যা তা হকিং-এর চিন্তা ও সৃষ্টিকর্ম থেকে প্রতিফলিত হয়। হকিং-এর 'আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম' মহাজগতের অপার রহস্য সম্পর্কে আমাদের চোখ খুলে দিয়েছিল। অনেকাংশে দুর্বোধ্য গণিত-সর্বস্ব বিজ্ঞানকে জনবোধ্য ও জনপ্রিয় স্তরে পরিবেশনে হকিং-এর এটি ছিল প্রথম প্রয়াস- যা বিজ্ঞানের বই হিসেবে বিশ্বের সকল রেকর্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল। এই বইতে হকিং বলেছিলেন 'আমরা যদি ব্রম্মাণ্ড সৃষ্টির একটি চূড়ান্ত তত্ত্ব কখনো আবিষ্কারও করি তাহলে সময়ের সাথে সেটি, শুধু কিছু বিজ্ঞানীদের জন্য নয়, সবার জন্যই বোধগম্য হয়ে উঠবে। তখন আমরা সকলেই- দার্শনিক, বিজ্ঞানী এবং আমজনতা নির্বিশেষে সবাই এই মহাজগতের অস্তিত্ব বিষয়ক আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে পারব। আমরা যদি এ-ধরনের সৃষ্টির রহস্যের উত্তর পেয়ে যাই তাহলে সেটাই হবে মানবপ্রজ্ঞার সর্বোত্তম বিজয়- কারণ তাহলেই আমরা বুঝতে পারব ঈশ্বরের মন।' এই 'ঈশ্বর' শব্দটি কিন্তু চিরাচরিত ধর্মীয় অর্থে উপস্থাপিত নয়। এখানে ঈশ্বর বলতে বুঝানো হয়েছে সেই সৃষ্টির পরম সুপ্ত রহস্যকে যা জানলে 'ঈশ্বরকে' জানা হয়ে যায়। 'ঈশ্বর কি পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন?'- এই প্রশ্ন বিজ্ঞানের ভাষায় গুরুত্বহীন বলে হকিং মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেছেন 'বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিতত্ত্ব জানতে হলে ঈশ্বরের প্রয়োজন হয় না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কার্যপ্রণালীতে এক সুসংহত নকশা রয়েছে, যার পেছনে এক সুসংহত তত্ত্ব অবশ্যই থাকা প্রয়োজন।' এই তত্ত্ব অনুসন্ধানে দীর্ঘ অর্ধশতকেরও বেশি সময় হকিং নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। তিনি মনে করতেন বিশ্বকে গভীরভাবে বুঝতে হলে শুধু কীভাবে প্রকৃতি আচরণ করছে তা জানাই যথেষ্ট নয়, জানতে হবে কেন ঠিক ঐ-ভাবেই বিশ্বের বিবর্তন হচ্ছে। আর এই বোধের একদম গোড়ায় নিশ্চয়ই রয়েছে 'থিওরি অব এভ্রিথিং'-এর অনুসন্ধান। এটি এমন এক কাঙ্ক্ষিত তত্ত্ব যা দৃশ্যমান মহাবিশ্বের প্রায় সকল প্রপঞ্চকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে। এই একীভূত তত্ত্বের সন্ধানে অনন্ত যাত্রার ভিত গড়ে দিয়েছিলেন আলবার্ট আইনস্টাইন। কিন্তু আইনস্টাইন ভৌতবাস্তবতার বিষয়ে 'সম্ভাবনার' গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে ততটুকু আশাবাদী ছিলেন না। আর তাই তিনি বলেছিলেন যে ঈশ্বর পাশা খেলেন না। আইনস্টাইনের এই ঈশ্বরের ধারণা বস্তু-নিরপেক্ষ সত্যের উপর নির্ভরশীল যার উৎস প্রকৃতির শৃঙ্খলা ও ছন্দ। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রকৃতির এই শৃঙ্খলার পেছনে সুস্পষ্ট নিয়ম বা বিধি রয়েছে যেখানে 'সম্ভাবনার' স্থান সীমিত।

কিন্তু আধুনিক কোয়ান্টাম-তত্ত্ব এই 'সম্ভাবনার' উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল, যেটি ছাড়া আমাদের সত্তার গভীরে বিচরণ প্রায় অসম্ভব। কোয়ান্টাম-তত্ত্বের এই আধিপত্য হকিং যথার্থ অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। তাঁর সর্বশেষ কালজয়ী গ্রন্থ 'দা গ্রান্ড ইউনিভার্সে' তিনি বলেছেন 'কেবল বিমূর্ত যুক্তির প্রয়োগে আমরা এমন এক অসাধারণ তত্ত্ব পেতে পারি যা এই অপূর্ব বৈচিত্র্যময় বিপুলা বিশ্বের সার্থক ব্যাখ্যা দিতে পারে। পর্যবেক্ষণের সাহায্যে যদি এই তত্ত্বের সত্যিই প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে সেটা হবে গত তিন হাজার বছরের পুরনো এক মহাজিজ্ঞাসার সার্থক উত্তর। আর তা-হলেই বলা যাবে যে আমরা বিশ্বের মূল নকশাটি খুঁজে পেয়েছি'।

প্রথম জীবনে হকিং-এর গবেষণার মূল বিষয় ছিল তত্ত্বীয় কসমোলজি আর কোয়ান্টাম মাধ্যাকর্ষ। ১৯৬০-এর দশকে ক্যামব্রিজের বন্ধু-সহকর্মী রজার পেনরোজের সঙ্গে মিলে হকিং আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব থেকে একটি নতুন মডেল তৈরি করেন। এই মডেলের ওপর ভিত্তি করে ১৯৭০-এর দশকে হকিং ও তাঁর সহকর্মী তাদের প্রথম তত্ত্ব প্রমাণ করেন। এটি পেনরোজ-হকিং তত্ত্ব নামে পরিচিত। এই

তত্ত্ব প্রথমবারের মতো কোয়ান্টাম মহাকর্ষে এককত্বের পর্যাপ্ত শর্তসমূহ পূরণ করে। এই তত্ত্বের মাধ্যমেই বোঝা যায় এককত্বের বীজ লুকিয়ে রয়েছে আপেক্ষিকতার সাধারণ তত্ত্বে। হকিং-এর আরেক বড় অবদান কৃষ্ণবিবর বা ব্ল্যাক হোল সংক্রান্ত তাঁর গবেষণা। এই কৃষ্ণবিবর বস্তুটি বড় বিচিত্র। তাকে সরাসরি পর্যবেক্ষণ করা যায় না- কারণ তার আকর্ষণ ভেদ করে আলোকরশ্মিও বেরুতে পারেনা। তার অস্তিত্ব জানা যায় কেবল পরোক্ষ পর্যবেক্ষণ থেকে। কিন্তু কোয়ান্টাম-ক্রিয়া ব্যবহার করে হকিং তাত্ত্বিকভাবে দেখিয়েছেন কৃষ্ণবিবর থেকেও কিভাবে বিকিরণ নির্গত হতে পারে। এই বিকিরণকে সাধারণভাবে হকিং-বিকিরণ বলা হয়। হকিং-এর এই তত্ত্বকে পরে বেকেনস্টাইন ও অন্যান্যরা সম্প্রসারণ করেছেন এবং কৃষ্ণবিবর বিকিরণের সূত্রটির নামই এখন 'হকিং-বেকেনস্টাইন ফর্মুলা ফর ব্ল্যাকহোল রেডিয়েশন'। তবে কসমোলজি আর কোয়ান্টাম মাধ্যাকর্ষণের গণ্ডি পেরিয়ে পরবর্তীতে হকিং বিচরণ করেছেন মানবজাতির কিছু মৌলিক প্রশ্নের সমাধানের খোঁজে- আমাদের অস্তিত্বের উৎসটি কি? কেন আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ড এরকম যেরকম আমরা দেখতে পাই? ব্রহ্মাণ্ডের মূল চালিকাশক্তি কি?

মহাবিশ্বের জন্ম-মুহূর্তের মাহেন্দ্রক্ষণ 'বিগ ব্যাং' নিয়ে পর্যালোচনা করতে দেখা যায় হকিং-কে। প্রথম দিকে তিনি আপেক্ষিকতাবাদ (জেনারেল রিলেটিভিটি) এবং কোয়ান্টাম বলবিদ্যার সংমিশ্রণে বিশ্বসৃষ্টির নতুন তত্ত্বের সন্ধানে নিয়োজিত থাকলেও পরে তিনি স্ট্রিং থিওরিকে কাজে লাগিয়ে বিশ্বসৃষ্টির তত্ত্বে বহুমাত্রিকতার ধারণাকে প্রয়োগ করেছেন। স্ট্রিং থিওরিতে সব মৌলিক কণিকাই আসলে অভিন্ন স্ট্রিং বা তার দিয়ে তৈরি। স্ট্রিং থিওরি মতে একমাত্র মৌলিক স্বত্বা হল সেই সূক্ষাতিসূক্ষ স্ট্রিং, যা থেকেই মহাবিশ্বের সকল বস্তু ও শক্তির সৃষ্টি। স্ট্রিং তাত্ত্বিক ড. মিচিও কাকুর মতে, আমাদের মহাবিশ্বের গঠন সঙ্গীতের সাথে অনেক সঙ্গতিপূর্ণ। তার ভাষায় 'আমাদের দেখা প্রতিটি অতি-পারমানবিক কণিকাই এক একটি মিউজিক্যাল নোট, আমরা হাজার বছর ধরে পদার্থবিজ্ঞানের যে সূত্রগুলো আবিষ্কার করেছি এগুলো যেন তারের কম্পনের ফলে বাজানো হারমোনি- সুন্দর কোন মেলোডি, আর সমগ্র মহাবিশ্ব যেন একটি সিম্ফোনি'। স্ট্রিং থিওরিতে মাত্রার বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। সূক্ষাতিসূক্ষ কণিকার মত স্ট্রিং থিওরির তারগুলো মাত্রা-বিহীন নয়, বরং এক-মাত্রিক। এই এক-মাত্রিক তারগুলো বহুমাত্রার মেমব্রেন বা ঝিল্লির (যাকে বলা হয় ব্রেন) সাথে যুক্ত থাকতে পারে। স্ট্রিংগুলো চলাফেরার ক্ষেত্রে স্থান-কাল সাপেক্ষ কিছু সুনির্দিষ্ট গাণিতিক নিয়ম রয়েছে যেগুলো নিয়েই স্ট্রিং থিওরি। আমরা জানি যে, আইনস্টাইনের সাধারণ-আপেক্ষিকতার তত্ত্ব ও আধুনিক কোয়ান্টাম তত্ত্বের সাহায্যে যেকোনো ভৌত ঘটনার ব্যাখ্যা করা যায়। গ্রহ-নক্ষত্র, গ্যালাক্সির ঘূর্ণন, ব্ল্যাক হোল, হোয়াইট হোল, ওয়ার্মহোল বা বিগ ব্যাং-এর মত বৃহৎ যেকোনো ঘটনা সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্বের সাহায্যে বর্ণনা করা সম্ভব। অন্যদিকে পরমাণু, অতি-পারমানবিক কণিকা ও এদের আচরণ ব্যাখ্যা করার জন্য কোয়ান্টাম তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে বিকশিত 'স্ট্যান্ডার্ড মডেল অব পার্টিকেল ফিজিক্স' খুবই সফল। স্ট্যান্ডার্ড মডেল হচ্ছে এক সর্বজনগ্রাহ্য তত্ত্ব যা বলে দেয় আমাদের মহাবিশ্বের সমস্ত পদার্থ আসলে কোন কোন কণাগুলো দিয়ে গঠিত, কোন কণারা আসলে এই মহাবিশ্বের বিল্ডিং ব্লক, কীভাবে মহাবিশ্বের মৌলিক শক্তিগুলো চালনা করছে এই কণাগুলোকে। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ এখনো এই স্ট্যান্ডার্ড মডেলে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয় নি। আর তাই স্ট্যান্ডার্ড মডেল দিয়ে 'অনেক কিছু' জানা গেলেও 'সবকিছু' জানা এখনই সম্ভব হচ্ছে না। এখানেই স্ট্যান্ডার্ড মডেল একটি সয়ংসম্পূর্ণ 'থিওরি অব এভরিথিং' হতে পারেনি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের মত স্ট্যান্ডার্ড মডেলকেও শুধুমাত্র

স্ট্রিং তত্ত্বের নীতিগুলো থেকেই প্রতিপাদন করা যায়। আর তাই স্ট্রিং তত্ত্বের নিয়মগুলোকে প্রকৃতির সবচেয়ে মৌলিক নিয়ম বলে পদার্থ-বিজ্ঞানীরা আজ মানতে কুণ্ঠাবোধ করেন না।

হকিংও বুঝতে পেরেছিলেন বিন্দুবৎ মৌলিক কণাকে যখন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কম্পমান 'সুতা বা তার' রূপে কল্পনা করা যায় তখন বাস্তবতার নানা পরত খুলে যায়। স্ট্রিং থিওরির উপর ভিত্তি করা 'এম-থিওরি' নামে অতি সাম্প্রতিক এক গাণিতিক তত্ত্বকে হকিং সবচাইতে গ্রহণযোগ্য একীভূত তত্ত্ব বা থিওরি অফ এভ্রিথিং হিসেবে মনে করেছেন। সাধারনত থিওরি বলতে আমরা যেমনটা বুঝে থাকি, এম থিওরি সেরকম কিছু নয়। বরং এটি হল পৃথক পৃথক তত্ত্বের সমাবেশে একটা সংযুক্তকৃত তত্ত্বসমগ্র। এটি মহাবিশ্বের সকল অবস্থা একসাথে ব্যখ্যা করার বদলে এর বিভিণ্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন ভৌত অবস্থার ব্যাখ্যা প্রদান করে। এর প্রতিটি বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে স্বচ্ছ বর্ণনা। কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা অনুযায়ী একটি ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন মডেল থাকাটাও অস্বাভাবিক নয়। তবে তাদের মাঝে একটা সাধারণ মিল ঠিকই থাকবে। এই এম থিওরি এরকম মিলগুলোকে সঙ্ঘবদ্ধ করে একটি একীভূত তত্ত্বের দিকনির্দেশিকা দেয়। হকিং বলেছেন 'এই তত্ত্ব যদি প্রমানিত হয় তবে এটি আমাদের অস্তিত্বের সুসংহত নকসা খুঁজে বের করতে সক্ষম হবে।'

আসলে, মহাবিশ্ব নিয়ে হকিং-এর ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্তসমূহ যত বেশি বৈজ্ঞানিক ততটুকুই দার্শনিক। এই দর্শন প্রকৃতিবাদী দর্শন যার চর্চা এরিস্টটল থেকে আইনস্টাইন-হাইজেনবার্গ সকল বিজ্ঞানীরা করেছেন। হকিং-ও সমগোত্রীয়। আর তাই তিনি এম-থিওরির উপর আস্থা দেখাতে পেরেছেন। তিনি মহাবিশ্বের স্বাধীন অস্তিত্বের ধারনাকে মেনে মাল্টিভার্স বা বহুবিশ্বের তত্ত্ব নিয়ে চর্চা করেছেন, যে চর্চায় তিনি সমান্তরাল এক (বা একাধিক) বিশ্বের অস্তিত্বের কল্পনাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন।

মহাজাগতিক শাশ্বত সত্যের অনুসন্ধানে হকিং একবিংশ শতকের এক নায়ক, যিনি প্রকৃতিকে খুব কাছে থেকে অনুভব করার চেষ্টা করেছেন। আইনস্টাইন বলেছিলেন 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে সবচাইতে দুর্বোধ্য বিষয় হচ্ছে যে এটি সহজবোধ্য।' আইনস্টাইনের এই 'সহজবোধ্য' বিষয়কে সহজ চোখে দেখার সাহসী চেষ্টা করেছেন হকিং। তাত্ত্বিক পদার্থবিদ হিসেবে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয় হকিং অনুধাবন করতে পেরেছেন সেটি হচ্ছে বিজ্ঞানচর্চার মাধ্যমে তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে পর্যবেক্ষণের দিকেও গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। একসময় দার্শনিক বা তাত্ত্বিক মতবাদেরও যে সীমাবদ্ধতা এসে যায় তা বুঝতে পেরে তিনি এও মন্তব্য করেছেন যে 'দর্শন আজ মৃত'। যদিও এই মন্তব্য ব্যাখ্যা-সাপেক্ষ। এ-ধরনের চিন্তাধারার পেছনেও আরেক দর্শন রয়েছে বলে বারট্রান্ড রাশেল মন্তব্য করেছিলেন। তবে হকিং পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান ও তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের মধ্যে গড়ে উঠা ফারাকের দিকে ঈঙ্গিত দিয়েছেন এই মন্তব্যের মাধ্যমে।

হকিং এক উদার মানসিকতা ও ধী-গত উচ্চতা থেকে মানবজাতিকে দেখার চেষ্টা করেছেন। বস্তুবাদী বা বস্তু-নিরপেক্ষ সত্য উন্মোচনের পথ ভিন্ন হোক, কিন্তু সত্য যে স্থির এবং ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির গুঢ় রহস্যের সত্য প্রকাশে তাত্ত্বিক, গাণিতিক এবং পর্যবেক্ষণ-ভিত্তিক গবেষণার যে মূল উদ্দেশ্য একই এবং এগুলো একে অপরের পরিপূরক সেটি হকিং-এর শেষ-জীবনের চিন্তা থেকে পরিস্ফুট হয়েছে। হকিং তাঁর বিজ্ঞান-মনকে সেই ঈশ্বরের অতি নিকটে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন যে ঈশ্বর স্পিনোজা-দর্শনের ভিত্তি থেকে সৃষ্ট, যে ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ডের একীভূত তত্ত্বের পতাকা-বাহক, যে ঈশ্বর গণিতের সূত্র থেকে জন্ম নিয়ে আমাদের নিজেদেরকে চেনার, জানার পথ দেখায়। নোবেল-বিজয়ী পদার্থবিদ পল ডিরাকের ভাষায় এই ঈশ্বর একজন সুপটু গণিতজ্ঞ, তিনি গণিতের ভাষায় ব্রম্মাণ্ডের নকশা গাঁথেন। আমরা এই নকশার বিন্যাস

অনুধাবনের প্রয়াসে নিজেদের চিত্তের খাদ্য সংগ্রহ করি। এইভাবেই আমরা প্রকৃতির কাছে যাওয়ার প্রয়াস চালিয়ে যাই। এটাই বিজ্ঞান, এটাই ধর্ম– কালের অসীম যাত্রায় যার রূপ বিশ্বজনীন। এই কালের ঘরের এক অকৈতব তপস্বী ছিলেন স্টিফেন হকিং। বিশ্বান্তরিত এই চিন্তাবিদের সৃজনকর্ম মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্যভেদের লক্ষ্যে জ্ঞান-সাগর মন্থনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে মানবজাতিকে নিত্যদিন সাহস যুগিয়ে যাবে।

সূত্র-পঞ্জি :

- গুগল জেইটজেস্ট কনফারেন্স-এ স্টিফেন হকিং-এর বক্তৃতা, ১৭মে ২০১১।
- ব্রিফ আনসারস টু দা বিগ কুয়েশসানস, স্টিফেন হকিং, জন মুরী পাবলিশার্স লি:, ২০১৮।
- দি গ্রাণ্ড ডিজাইন, স্টিফেন হকিং, পেঙ্গুইন, ২০১০।
- www.hawking.org.uk
- "Stephen Hawking (1942-2018)" in www.nature.com